173

ভোরের কাগজ

তারিখ 04 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

মনুষত্ব। আপনার দৃষ্টিতে সেদিন সেই প্রতিবন্ধী আমাদের মতো সভ্য সমাজের মানুষের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, হয়তোবা সেও কোনো পরিবারের সন্তান কিংবা কর্তা উপযুক্ত পরিবেশ এবং সেবা দিলে হয়তো সুস্থ হয়ে উঠবে সকল মানসিক প্রতিবন্ধী। আর আপনার মতো সকলে যদি এই মানসিক প্রতিবন্ধীদের আমাদের মতো একজন মনে করি তবে কোনো মানসিক বা প্রতিবন্ধীকে আর আঘাতপ্রাপ্ত হতে হবে না। পরিশেষে আপনাকে আবারও অভিনন্দন এবং সকলের কাছে অনুরোধ আসুন আমরা মানসিক প্রতিবন্ধীদের কাছে টেনে নিয়ে তাদেরকে সুস্থ জীবন ফিরে পেতে সাহায্য করি।

জিল্লুর রহমান চৌধুরী
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে

আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯২-৯৩ সেশনে ভর্তি হই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেশনজট নামক ভূতের আছর থেকে ছাত্রদেরকে রক্ষা করা। যে উদ্দেশে নিয়ে এর সৃষ্টি হয়েছিল সেই ভূত আবার তার ঘাড়েই চেপে বসেছে। সমস্যার কোনোই সুরাহা হয়নি। বরং সমস্যা দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। আমাদের অনার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা '৯৫ সালে হওয়ার কথা থাকলেও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের ২ অক্টোবর এবং ভাইভাসহ (ব্যবস্থাপনা বিভাগের) পরীক্ষা শেষ হয়। ২৮ অক্টোবর '৯৭ সালে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ অবধি দীর্ঘ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রেজাল্টের কোনোই আভাস পাওয়া যায়নি। আরো একটি বিষয় হলো, আমাদের একই সেশনের অন্য বেশ কয়েকটি Subject- এর রেজাল্ট বিগত প্রায় দুই মাস পূর্বে প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাকি থাকে শুধু management এবং আরো দুটি বিষয়। আশাকরি এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার অনেক ডক্টরেট ওয়ালার এবং উচ্চশিক্ষিত লোক রয়েছেন। তারা কি জানেন না একটি ছেলে বা মেয়ের জীবনের সময়ের কি মূল্য? নিশ্চয়ই জানেন, তাহলে তারা এমন অমানবিক কাজ করছেন কেন? আগামী ২৫অক্টোবর '৯৮ MBA-তে মার্কশিট চাওয়া হয়। তাই MBA-এর মতো আধুনিক শিক্ষা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। বেসরকারি ব্যাংক এবং ভালো কিছু চাকরির ক্ষেত্রে ও মার্কশিট চাওয়াই এই সমস্ত ক্ষেত্রে ও আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। পরীক্ষার ৬ মাসের মধ্যেই যেখানে রেজাল্ট দেওয়া হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে এক বছর পরেও রেজাল্ট না দিয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর কোনো কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম হয় কিনা আমার জানা নেই। বিচারে বাণী নিভৃতে কাঁদে।

মোহাঃ দেলোয়ার হোসেন মাহদী
ব্যবস্থাপনা অনার্স পরীক্ষার ফলপ্রার্থী
মদনমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
সিলেট।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষের ৩য় বর্ষের (সম্মান) ফাইনাল পরীক্ষা আগামী ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ হয়তো কিছুদিনের মধ্যে রুটিন দিয়ে দেবেন। পরীক্ষার্থী হিসেবে আমি তাদের পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতে পারলাম না। কারণ (১) গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে বন্যা শুরু হয় এবং বন্যার পানি সেপ্টেম্বরের ১৬/১৭ তারিরেখর দিকে কমতে থাকে অর্থাৎ প্রায় দীর্ঘ আড়াই মাস বন্যার পানি স্থায়ী থাকায় সারাবাংলাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৩য় বর্ষের (সম্মান) পরীক্ষার্থীরা জীবন-মরণ বন্যার করাল গ্রাস থেকে বাঁচার জন্য কখনো অর্ধাহারে, কখনো অনাহারে সংগ্রাম করেছে। ফলে পরীক্ষার্থীদের লেখা পড়ার টেবিলের কাছে আসার সামান্য সুযোগও ছিল না। যদিও এখন বন্যা কেটে গিয়েছে তবু এর করাল থেকে সারা দেশের ছাত্র সম্প্রদায়ের অভিভাবদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরো একমাস সময় লাগবে। যেহেতু বিশেষজ্ঞদের মতে এ বছরে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও ধ্বংসাত্মক বন্যা হয়েছে। (২) ৩য় বর্ষের সিলেবাস এতো ব্যাপক যে এখনো দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বিজ্ঞান (সম্মান) বিভাগের ক্লাসে কোর্স শেষ হয়নি।

এমতাবস্থায় পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা হতাশাগ্রস্ত। অতএব কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ পরীক্ষা কমপক্ষে ৪মাস পিছিয়ে পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার পথকে সুগম করুন।

আব্দুল্লাহ আল মামুন
রসায়ন বিভাগ, ৩য় বর্ষ (সম্মান)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
ঢাকা